কেন্দ্রীয় সহায়তার দাবি বণিকসভার

এই সময়: করোনা আক্রান্ত অর্থনীতিকে সুস্থ করে তুলতে কেন্দ্রের তরফে আরও আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন বলেই মত বিশেষজ্ঞদের। এর পাশাপাশি কলকারখানাগুলির উৎপাদন বাড়ানোর উপরেও জোর দিতে হবে। মঙ্গলবার বণিকসভা বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির 'আনলকিং দ্য নিউ নর্মাল ইন্ডিয়ান ইকোনমি' শীর্ষক এক ওয়েবিনারে এ কথা জানান ব্যাঙ্কার থেকে শুরু করে অর্থনীতিবিদ প্রত্যেকেই। শুধু তাই নয়, দেশের পরিকাঠামো, কৃষি এবং পরিষেবা ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য একটি 'ন্যাশনাল রিনিউয়াল ফান্ড' তৈরির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পসংস্থাগুলির আর্থিক সহায়তার কাজেও ওই ফান্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ দিনের আলোচনাসভায় মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানা এবং বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলা হয়। করোনা মহামারীর মোকাবিলায় দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণার কারণে অর্থনীতির গতি মার খেয়েছে এবং সে কারণে চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল-জুন পর্বে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ঐতিহাসিক সর্বনিম্ন মাত্রা—২৩.৯ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়েছে বলেই দাবি।

ভারতে জে পি মর্গ্যানের মুখ্য অর্থনীতিবিদ ডক্টর সাজ্জিদ জেড শিনয় বলেন, 'আর্থিক সহযোগিতার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।' বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপরেই জোর দিয়েছেন তিনি। তা হলে জাতীয় বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হতে পারে বলেই অনুমান সাজ্জিদের।

টানা পাঁচ মাস ধরে প্রায় স্তব্ধ হয়ে থাকা অর্থনীতিকে ফের ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করার বিষয়ে আগ্রহী বন্ধন ব্যাঙ্কের সিইও চন্দ্রশেখর ঘোষের মতে, 'যত দ্রুত অর্থনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করা যাবে তত দ্রুত তা ফের আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ পাবে কেন্দ্র। দেশের শহরগুলির তুলনায় গ্রামীণ অর্থনীতি অনেক ভালো জায়গায় রয়েছে।'

অন্যদিকে, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীর মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষ মনে করেন, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারকে নিত্য নতুন উদ্ভাবনার প্রয়োগ করতে হবে। তা হলেই আর্থিক স্থিতিশীলতা ফেরত আসবে।'